বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৯-১০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় সরকারি নীতি নির্ধারণে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপর ন্যস্ত। সমন্বয়ধর্মী বিভাগ বিধায় এ বিভাগের কার্যপরিধি অপরাপর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। মন্ত্রিসভা গঠন, মাননীয় মন্ত্রীগণের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন, মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন/পুনর্গঠন, বিভাগ, জেলা ও উপজেলার প্রশাসন পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্পৃক্ততার কারণে এ বিভাগের কর্মকান্ডের গুরুত্ব অপরিসীম।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠন, কাঠামো, কর্মপরিধি, কর্মবিন্যাস ও বিগত এক বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২০০৯-১০ অর্থ বছরের কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে সংক্ষিপ্ত আকারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মপরিচিতি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর উদ্যোগে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ, প্রণীত আইন-বিধি এবং সম্পাদিত বিশেষ বিশেষ কার্যাবলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে পাঠকগণ এ বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহার উপযোগী তথ্য পেতে এবং বিশেষ করে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে সক্ষম হবেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভবিষ্যত কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রেও বার্ষিক প্রতিবেদনটি রেফারেন্স হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটিকে কার্যকর, অর্থবহ ও তথ্যসমৃদ্ধ করে সংকলিত করার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

স্বাক্ষরিত/-
১৪-১১-২০১০
(এম আবদুল আজিজ এনডিসি **)**
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি**	১
২.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস**	৩
৩.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন**	৫
	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	
	৩.১ আইন অধিশাখা	৫
	প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ	
	৩.২ প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখা	৫
	৩.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখা	৬
	৩.৪ আইসিটি অধিশাখা	৭
	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ	
	৩.৫ মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৮
	৩.৬ রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	৮
	প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ	
	৩.৭ প্রশাসন অধিশাখা	৯
	৩.৮ বিধি ও সেবা অধিশাখা	১০
	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ	
	৩.৯ জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা	১১
	৩.১০ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী অধিশাখা	১৩
	কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ	
	৩.১১ অর্থনৈতিক অধিশাখা	১৩
৪.০	**২০০৯-১০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ**	১৫
	৪.১ মন্ত্রিসভা বৈঠক	১৫
	৪.২ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক	১৫
	৪.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ	১৭
৫.০	**২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি**	১৮
	৫.১ আইন	১৮
	৫.২ বিধি	১৮
৬.০	**২০০৯-১০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড**	২০
	৬.১ জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি	২০
	৬.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলি	২৬
	পরিশিষ্ট - ১: ২০০৯-১০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা	২৭

১.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs) এর অধীনে একটি বিভাগ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৭৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে এবং পরবর্তীতে ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারীর পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রভাব সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হয়।

১.২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর বন্টন ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কিত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, Warrant of Precedence এবং Rules of Business প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োজনে ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবন্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি; রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; জাতীয় পুরস্কার ও স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সমর পুস্তক, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। আন্তঃমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। এ ছাড়া, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ ও পর্যালোচনা করাও এ বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সমগ্র দেশে বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকান্ডের তদারকি ও সমন্বয়সাধন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কাজ। এছাড়া নিকার সভা অনুষ্ঠান; নিকার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/উপজেলা/থানা সৃষ্টি; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

১.৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(vi) মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন, Rules of Business, 1996 এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন সংকলন এবং Rules of Business, 1996 এর rule 25(3) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংকলিত বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি,
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, এবং
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

১.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি,
- যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই, সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি,
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি),
- জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি, এবং
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিব এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ০১টি আইন অধিশাখা এবং ৫টি অনুবিভাগের অধীনে ১০টি অধিশাখার আওতায় এ বিভাগের কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ১১টি অধিশাখা, ২৮টি শাখা, ০১টি প্রকল্প সহায়তা সেল এবং ০১টি কম্পিউটার সেল রয়েছে। তবে ইতোমধ্যে ২৮টি শাখার মধ্য হতে ৬টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখা হিসেবে গণ্য করে সেখানে উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। অধিশাখাগুলো হচ্ছেঃ ১. রেকর্ড ২. কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ ৩. বিধি ৪. মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন ৫. মাঠ প্রশাসন সমন্বয় এবং ৬. নিকার। এ বিভাগের সর্বমোট লোকবল ২১২ জন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা **পরিশিষ্ট-১** এ দেখানো হলো।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। অতিরিক্ত সচিব এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে আইন অধিশাখা দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়া একজন অতিরিক্ত সচিব ও চারজন যুগ্ম সচিব পাঁচটি অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও অধীনস্থ অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপঃ

	অনুবিভাগসমূহ		অধিশাখাসমূহ
১।	প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ	১।	প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখা
		২।	প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখা
		৩।	আইসিটি অধিশাখা
২।	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ	৪।	মন্ত্রিসভা অধিশাখা
		৫।	রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা
৩।	প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ	৬।	প্রশাসন অধিশাখা
		৭।	বিধি ও সেবা অধিশাখা
৪।	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ	৮।	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা
		৯।	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী অধিশাখা
৫।	কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ	১০।	অর্থনৈতিক অধিশাখা

২.৪ প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন উপসচিব এবং প্রতিটি শাখার দায়িত্বে আছেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব শাখায় একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। আইসিটি অধিশাখার আওতায় কম্পিউটার সেলে একজন প্রোগ্রামার ও দুইজন কম্পিউটার অপারেটর নিয়োজিত আছেন। প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখার আওতায় প্রকল্প সহায়তা সেলে একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান নিয়োজিত আছেন ।

৩.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন

৩.১ আইন অধিশাখা

আইন অধিশাখা অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। আইন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৩.১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলা ও রিট পিটিশনসহ অন্যান্য মামলার বিষয়ে সরকারি আইনজীবীর সাথে যোগাযোগক্রমে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.১.২ এডমিনিষ্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলাসমূহের বিষয়ে জবাব তৈরীকরণসহ এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে মতামত প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০১(এক)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) আইন শাখা।

৩.২ প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখা

প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৩.২.১ গভর্ন্যান্স, পাবলিক সেক্টর Excellence and Leadership এবং প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত ইস্যুতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সরকার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন;

৩.২.২ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে জনপ্রশাসন ও পাবলিক সেক্টর সংক্রান্ত অগ্রগতি অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.২.৩ জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত প্রদান;

৩.২.৪ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, বিয়াম, বিপিএটিসি এর সাথে সমন্বয়সাধন।

৩.২.৫ জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩.২.৬ জনপ্রশাসনের মান উন্নয়ন এবং সংস্কারের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৩.২.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Capacity Building সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩.২.৮ এনইসি, আইএমইডি ও একনেক সংক্রান্ত প্রতিবেদন/মতামত আদান-প্রদান;

৩.২.৯ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বরাদ্দ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখা ও ০১(এক)টি সেলের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) প্রশাসনিক সংস্কার শাখা,

(খ) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা, এবং

(গ) প্রকল্প সহায়তা সেল।

৩.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখা

প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৩.৩.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩.৩.২ স্বাধীনতা পদক ও অন্যান্য জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলী প্রণয়ন;

৩.৩.৩ জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা;

৩.৩.৪ বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট তথা বিভা, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সৃষ্টি/ ও সীমানা নির্ধারণ।

৩.৩.৫ নিকার সভা অনুষ্ঠান ও এ সভায় সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং নিকার সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৩.৩.৬ জেলাসদরের কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি ও ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি)কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা, এবং

(খ) নিকার শাখা।

৩.৪ আইসিটি অধিশাখা

আইসিটি অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৩.৪.১ ই-গভর্মেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও টেকসই করা সংক্রান্ত কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ICT সর্ম্পকিত সকল কাজে নেতৃত্ব দান, নির্দেশনা প্রদান, তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন;

৩.৪.২ ই-গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, সফটওয়্যার তৈরী ও প্রোগ্রাম ইন্সটলেশন করা;

৩.৪.৩ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ অফিসসমূহে ই-গভর্মেন্ট চালুকরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন;

৩.৪.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের ICT সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩.৪.৫ সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথি ব্যবস্থাপনা, রেকর্ড সংরক্ষণ, নথির নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ফাইল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, ডিজিটাল নথি নম্বর পদ্ধতি এবং ফাইল ট্রেকিং সিস্টেম প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তদারকিকরণ;

৩.৪.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, নতুন কম্পিউটার সংগ্রহ, প্রোগ্রাম ইনস্টলেশন ও কম্পিউটারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং Accessories প্রদান;

৩.৪.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, সার্কুলার নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;

৩.৪.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশন, লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক (LAN) ও ওয়াইড এরিয়া নেটওর্য়াক (WAN) ব্যবস্থাপনা ও তদারকিকরণ;

৩.৪.৯ কম্পিউটার ব্যবহারকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

৩.৪.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত ইন্টারনেটের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.৪.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক কম্পিটারের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন/প্রোগ্রাম তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) আইসিটি শাখা, এবং

(খ) কম্পিউটার সেল।

৩.৫ মন্ত্রিসভা অধিশাখা

মন্ত্রিসভা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৩.৫.১ মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩.৫.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন;

৩.৫.৩ মন্ত্রিসভা বৈঠক আহবান ও কার্যপত্র প্রেরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের অবলোকনের জন্য উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও ফেরত প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৫.৪ মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিতকরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের নিকট প্রেরণ এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ ;

৩.৫.৫ মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৩.৫.৬ মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সাচিবিক দায়িত্ব পালন।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখা;

(খ) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা, এবং

(গ) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা ।

৩.৬ রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৩.৬.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(vi) মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে

এবং নতুন জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ সংকলন, প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ;

৩.৬.২ Rules of Business, 1996 এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরন;

৩.৬.৩ Rules of Business, 1996 এর rule 25 (3) অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন, মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন এবং প্রকাশনা;

৩.৬.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যাবলির মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা;

৩.৬.৫ মন্ত্রিসভা বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী বই আকারে বাঁধাইকরণ ও সংরক্ষণ;

৩.৬.৬ সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং অভিরক্ষকগণের নিকট হতে নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

৩.৬.৭ ২৫ বছরের উর্ধ্বের ঐতিহাসিক দলিল এবং মন্ত্রিসভা বৈঠকের সার-সংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী জাতীয় আর্কাইভ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরকরণ।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) রিপোর্ট শাখা, এবং
(খ) রেকর্ড শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৩.৭ প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৩.৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পদায়ন এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ও পদ সৃজন;

৩.৭.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ;

৩.৭.৩ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ভাতা, ভবিষ্য তহবিল, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার, মোটর কার ও মোটর সাইকেল ঋণ মঞ্জুর, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসস্থান বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৩.৭.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রকার স্টেশনারি/মনোহরি দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টেলিফোন, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;

৩.৭.৫ পাক্ষিক ও মাসিক বিভাগীয় সমন্বয় সভার যাবতীয় কার্যাদি, বিভিন্ন সেমিনার/সভা/ সম্মেলন/উৎসব আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;

৩.৭.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন;

৩.৭.৭ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস/মিশন/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩.৭.৮ কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৭.৯ আন্তর্জাতিক পুরস্কার/পদক/খেতাব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের অনুমোদন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩.৭.১০ স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ;

৩.৭.১১ ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস পালন সংক্রান্ত কার্যক্রম ;

৩.৭.১২ তোষাখানা (মেইনটিন্যান্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ১৯৭৪ প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ;

৩.৭.১৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;

৩.৭.১৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অডিট সংক্রান্ত কার্যাবলি ও জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্যাদি;

৩.৭.১৫ সচিবালয় প্রবেশে সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখার মাধ্যমে অভিযোগ/আবেদন পত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ ;

৩.৭.১৬ এ বিভাগে প্রেরিত পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং এ বিভাগ হতে অন্যত্র পত্রসমূহ বিলি বন্টন সংক্রান্ত কাজ ।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৭(সাত)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) সংস্থাপন শাখা,
(খ) প্রশাসন ও শৃংখলা শাখা,
(গ) সাধারণ সেবা শাখা,
(ঘ) গোপনীয় ও তোষাখানা শাখা,
(ঙ) সাধারণ শাখা,
(চ) কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত), এবং
(ছ) হিসাব শাখা।

৩.৮ বিধি ও সেবা অধিশাখা

বিধি ও সেবা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৩.৮.১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৩.৮.২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের নিয়োগপত্র, দায়িত্বভার গ্রহণ, দপ্তর বণ্টন, দপ্তর পুনর্বণ্টন এবং পদত্যাগ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি এবং এতদসংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি মুদ্রণ ও বিতরণ;

৩.৮.৩ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী পদমর্যাদা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৩.৮.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে বিমান বন্দরে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের তালিকা প্রণয়ন, আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিতরণ;

৩.৮.৫ প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা;

৩.৮.৬ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগ, পদত্যাগ, অপসারণ ও শপথ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক কাজে সহায়তা করা;

৩.৮.৭ জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, Warrant of Precedence, Rules of Business, Allocation of Business ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৩.৮.৮ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশাবলী;

৩.৮.৯ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের বেতন, ভ্রমণ ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, আসবাবপত্র সরবরাহ, পৌরকর, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানী, বাড়ি মেরামত, মন্ত্রিসভা বৈঠকের আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐচ্ছিক মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয়ে বাজেট ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন;

৩.৮.১০ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতসমূহের জন্য প্রতি বৎসর আর্থিক বাজেটের প্রস্তাব প্রণয়ন;

৩.৮.১১ বিমান বন্দরের ভিভিআইপি ও ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৩.৮.১২ Official Dress Code/National Dress Code সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) বিধি শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত),
(খ) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা, এবং
(গ) মন্ত্রিসেবা শাখা।

৩.৯ জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা

জেলা প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৩.৯.১ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৩.৯.২ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে যোগদানের অনুমতি এবং বিভাগীয় মিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৩.৯.৩ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়াদি ;

৩.৯.৪ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৯.৫ বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে মাসিক সভা অনুষ্ঠান ;

৩.৯.৬ জেলা প্রশাসক সম্মেলনের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন ;

৩.৯.৭ বিভাগীয় ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;

৩.৯.৮ জেলা, উপজেলা পর্যায়ে অন-দি-জব ট্রেনিং, ইন-হাউজ ট্রেনিং, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন বা পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৩.৯.৯ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বি সি এস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেআনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও তদন্ত করা এবং বিভাগীয় মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান, তদন্তের পর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ, সুপারিশের ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ;

৩.৯.১০ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উক্ত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রাপ্ত বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৯.১১ দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;

৩.৯.১২ মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

৩.৯.১৩ পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৪(চার)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত),
(খ) মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত),
(গ) মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা, এবং
(ঘ) মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা।

৩.১০ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী অধিশাখা

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৩.১০.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলী, পরিপত্র ও সাধারণ যোগাযোগ এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৩.১০.২ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৩.১০.৩ দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;

৩.১০.৪ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিচারকার্য পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের কোর্টসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৩.১০.৫ জেলার মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.১০.৬ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কার্যাদি পর্যালোচনা;

৩.১০.৭ মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৩.১০.৮ সংঘটিত গুরুতর অপরাধের উপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং তদোদ্ভূত মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মাঠ প্রশাসনের নিকট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

৩.১০.৯ আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাবলি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী নীতি শাখা, এবং

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসী পরিবীক্ষণ শাখা।

৩.১১ অর্থনৈতিক অধিশাখা

অর্থনৈতিক অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৩.১১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থনৈতিক অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে।

৩.১১.২ অর্থনৈতিক অধিশাখা নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি,
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি,
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, এবং
- যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই, সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি।

উল্লিখিত কার্যাবলী নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) কমিটি বিষয়ক শাখা, এবং

(খ) ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা।

৪.০ ২০০৯-১০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

৪.১ মন্ত্রিসভা বৈঠকঃ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (**২০০৯-১০**) মোট ৪৭টি মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ২৬০টি সারসংক্ষেপ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকসমূহে উপস্থাপন করা হয়েছে। মোট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৩৫০টি (সূচিভিত্তিক ৩১৮টি ও বিবিধ ৩২টি) এবং বাস্তবায়িত হয়েছে ২৭০টি। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত ৩১৮টি সূচিভিত্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৩৯টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৭৯টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত ৩২টি বিবিধ সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ০১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত তিন বছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেয়া হ'লঃ

অর্থ বছর / বিষয়সমূহ	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-২০১০
মন্ত্রিসভা বৈঠক	৭২টি	৫৯টি	৪৭টি
গৃহীত সিদ্ধান্ত	২৮০টি	৩০৯টি	৩৫০টি
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২১০টি	২৪০টি	২৭০টি

৪.২ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠকঃ

৪.২.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিঃ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০০৯-১০) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৬৭টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ১৬৭টি প্রস্তাবই অনুমোদিত হয়ে।

৪.২.২ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিঃ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে ৫২টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ৪৯টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.২.৩ এ ছাড়া, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি রয়েছে। সকল মন্ত্রিসভা কমিটির বিগত তিন বছরে বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হ'লঃ

অর্থ বছর / কমিটির নাম	২০০৭ -০৮	২০০৮ -০৯	২০০৯ -১০
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভাকমিটি	৩৪টি	২৮টি	২৮টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৪টি	০৮টি	১৮টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৩টি	০৪টি	০৪টি
৪। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৯টি	০৬টি	০৩টি
৫। জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০১টি	০৩টি	বর্তমান সরকারের আমলে কমিটিটি পুনর্গঠিত হয়নি এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এর কোন সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি।
৬। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০১টি	-	-

সর্বোপরি, স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক, বেগম রোকেয়া পদক এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের সম্মানীর অর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র ৪(চার)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়ঃ

(ক) ০৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে ''বেগম রোকেয়া পদক-২০০৯''এর বিষয়ে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ০২(দুই) জন সুধীকে ''বেগম রোকেয়া পদক, ২০০৯'' প্রদান করা হয়।

(খ) ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫(পনের) জন সুধীকে ''একুশে পদক, ২০১০'' প্রদান করা হয়।

(গ) ০৯ মার্চ ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১০(দশ) জন ব্যক্তি ও ০১(এক)টি প্রতিষ্ঠানকে ''স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১০'' প্রদান করা হয়।

৪.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহঃ

(ক) **প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার):** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিকার এর ১০৪তম সভা ২৫-০১-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় রংপুর প্রশাসনিক বিভাগ সৃজন ও বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ (বিএমপি) এর আওতাধীন থানা গঠন ও পুনর্গঠন এর প্রস্তাবসমূহ অনুমোদিত হয়।

(খ) **সচিব সভাঃ** ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে মোট ০২টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৮ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ০১টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ০১টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) **নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটিঃ** ১০-১১-২০০৯, ১০-৩-২০১০ ও ০৬-৬-২০১০ তারিখে উক্ত কমিটির ০৩(তিন)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঘ) **জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সঃ** টাস্কফোর্স এর ১৪৫তম সভা ২৬-৮-২০০৯ তারিখে, ১৪৬তম সভা ২৪-১১-২০০৯ তারিখে, ১৪৭তম সভা ১০-০১-২০১০ তারিখে, ১৪৮তম সভা ০৭-৩-২০১০ তারিখে এবং ১৪৯তম সভা ২০-৫-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঙ) **জাতীয় পরিবীক্ষন কমিটি** (এনএমসি): গত ১৬-০৩-২০১০ তারিখে জাতীয় পরিবীক্ষন কমিটির ৪৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(চ) **আন্তঃমন্ত্রণালয় সভাঃ** প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ১৯টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ছ) **বিভাগীয় কমিশনারগণের সহিত মাসিক সমন্বয় সভাঃ** প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সহিত ০৮টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(জ) **প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিঃ** প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে উক্ত কমিটির মোট ১৬(ষোল)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঝ) **যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই, সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত সচিব কমিটিঃ** প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে উক্ত কমিটির ০৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট ১৩টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ১০টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

(ঞ) **জেলা প্রশাসক সম্মেলনঃ** মাঠ পর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২৮- ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০০৯' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্মেলনে জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধানকল্পে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত গৃহীত মোট ৩৭৭টি সিদ্ধান্ত/ সুপারিশমালর মধ্যে ইতোমধ্যে ২১১টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ১৬৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৫.০ ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি

৫.১ আইনঃ

(১) ০৬ জুলাই, ২০০৯ তারিখের মপবি-১৭/১/২০০৯-বিধি/১১০ সংখ্যক স্মারক মূলে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 এর 16(2) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯ নভেম্বর ২০০০ তারিখে জারীকৃত মপবি-৩/১/৯৮-বিধি/১৫২ নম্বর স্মারকের ক্রমিক (১)এ বর্ণিত শর্তের সাথে নিম্নরূপ শর্ত সংযোজন করে আদেশ জারী করা হয়ঃ

> (ক) ''তবে শর্ত থাকে যে, বন্যা/ঘুর্ণিঝড়/প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকা ও মঙ্গাপীড়িত জেলাসমূহের ক্ষেত্রে দরিদ্র, নিঃস্ব, বিকলাঙ্গ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ তহবিল হতে শতভাগ অনুদান প্রদান করা যাবে।''

(২) ১২ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010; Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010 এবং Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010 যথাক্রমে ২০১০ সনের ১৭, ১৮ ও ১৯ নম্বর আইনরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

৫.২ বিধিঃ

(১) ০৮ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের এস.আর ও নং ২২৯-আইন/২০০৯-মপবি-৪/৪/২০০৮-বিধি মূলে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I (Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions)এর ''11. MINISTRY OF COMMUNICATION'' শিরোনামাধীন ''A. Roads and Railways Division'' উপ-শিরোনামার serial no.3 সংখ্যক এন্ট্রির সাথে (g) Dhaka Transport Co-ordination Board (DTCB) সন্নিবেশ করে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।

(২) ২৪ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের মপবি-৪/৫/২০০৮-বিধি/১৬৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I (Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions) এর ''14. MINISTRY OF FOOD AND DISASTER MANAGEMENT'' এর অধীনে ''A. Food Division'' এবং ''B. Disaster Management and Relief Division'' নামে দু'টি বিভাগ গঠন এবং ০১ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখের এস.আর ও নং-২৫৩ আইন/২০০৯-মপবি-৪/৫/২০০৮-বিধি মূলে বিভাগ দু'টির কার্যবন্টন নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।

(৩) Rules of Business, 1996 এর rules 14 সংশোধন এবং Schedule-I (Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions) এর ''29. MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND PARLIAMENTARY AFFAIRS'' এর অধীনে ''A. Law and

Justice Division" এবং ''B.Legislative and Parliamentary Affairs Division" নামে দু'টি বিভাগ গঠন এবং বিভাগ দু'টির কার্যবন্টন নির্ধারণ করে ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখের মপবি-৪(১)/২০০৯-বিধি/১৭৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন এবং একই তারিখের এস.আর ও নং-২৭৩-আইন/২০০৯-মপবি-৪(১)/ ২০০৯-বিধি সংখ্যক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।

(৪) ০৬ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-মপবি-৪(৬)/২০০৯-বিধি/০৬ এবং একই তারিখের এস.আর ও নং-০৭-আইন/২০১০-মপবি-৪(৬)/২০০৯-বিধি মূলে ''MINISTRY OF FINANCE'' এর অধীনে ''D. Bank and Financial Institutions Division (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ)'' গঠনপূর্বক Rules of Business, 1996 এর Schedule-I (Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions), Schedule-IV ও Schedule-V সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।

(৫) ৩০ মার্চ, ২০১০ তারিখের এস.আর.ও নং-৯১-আইন/০৪.৮২৩.০২২.০২.০২.০০১.২০১০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I সংশোধনপূর্বক ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালনের কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যবন্টন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৬) ২১ এপ্রিল, ২০১০ তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০২.২০১০/৫৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে Rules of Business, 1996 সংশোধনপূর্বক MINISTRY OF PLANNING(পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)এর অধীনে Statistics Division (পরিসংখ্যান বিভাগ) গঠন এবং ২৫ এপ্রিল, ২০১০ তারিখের এস.আর.ও নং-১২৪-আইন/২০১০/০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০২.২০১০ মূলে Ministry of Planning এর আওতাধীন বিভাগসমূহের কার্যবন্টন নির্ধারণ করা হয়।

(৭) ০৭ জুন, ২০১০ তারিখের এস.আর.ও নং-১৬২-আইন/০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০৫.২০১০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I সংশোধনপূর্বক ''বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা বিতরণ কার্যক্রম'' মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন হতে বিলুপ্ত করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৮) ২০ জুন, ২০১০ তারিখের এস.আর.ও নং-২২৪-আইন/০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০৪.২০১০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I সংশোধনপূর্বক ''Training and skill development relating to overseas employment'' বিষয়টি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিবিধঃ

(১) ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখের মপবি-৪(৫)/২০০৩-বিধি(২য় খন্ড)/২১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে Ministry of Fisheries and Livestock এবং এর আওতাধীন তিনটি প্রতিষ্ঠানের বাংলা নাম পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তিত নামগুলো হচ্ছেঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সস্টিটিউট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।

৬.০ ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

৬.১ জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলিঃ

(১) প্রতিবেদনাধীন বছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST) এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCST) গঠন করা হয়েছে।

(২) ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(৩) 'দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, সুপারিশ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়েছে।

(৪) 'জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র' (National Sustainable Development Strategy of Bangladesh) সার্বিকভাবে পর্যালোচনাক্রমে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(৫) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ গঠন, জাতীয় পর্যটন পরিষদ গঠন এবং জাতীয় পরিবেশ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(৬) বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, প্রকল্প কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত কমিটি এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) গঠন করা হয়েছে।

(৭) ন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্টেলিজেন্স কো-অর্ডিনেশন (এনসিআইসি) গঠন করা হয়েছে।

(৮) সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক খাতের উন্নয়ন এর জন্য 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

(৯) বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী, জনতা ও অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড এর জন্য অভিন্ন বেতন কাঠামো প্রণয়নের নিমিত্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(১০) বিচারার্থে ও দন্ডদানার্থে বিদেশে অবস্থানরত আসামীদের (বাংলাদেশের নাগরিক) বাংলাদেশে আনয়ন বিষয়ে পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত গঠিত 'টাস্কফোর্স' পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(১১) ০১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখের মপবি-১৬/১/৯১-বিধি/১৩৮ সংখ্যক স্মারক মূলে সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাদের অফিসে পরিধেয় পোশাকের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৭ মে ১৯৮২ তারিখের ১৬/১/৮২-বিধি সংখ্যক সার্কুলার সংশোধনক্রমে সকল পুরুষ কর্মকর্তা মার্চ - নভেম্বর সময়ে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে অফিসে স্যুট-টাই পরিধান না করে প্যান্ট, শার্ট (অর্ধ/পুরাহাতা) পরিধান করার আদেশ জারী করা হয়।

(১২) ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখের মপবি-১৬/১/৯১-বিধি/১৪৬ সংখ্যক স্মারক মূলে সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ সকল বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ব্যতীত মার্চ হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত অফিসে স্যুট-টাই পরিধান না করে প্যান্ট, শার্ট (অর্ধ/পুরাহাতা) পরিধান করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আদেশ জারী করা হয়।

(১৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কাজে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন এবং সরকারের পরিকল্পনা/নীতি/ সিদ্ধান্ত ত্বরিৎ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ০৫ মে, ২০১০ তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৩.২০১০-৬৬ সংখ্যক স্মারকে একটি পরিপত্র জারী করা হয়।

(১৪) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে মন্ত্রিসভার ০২ ভাদ্র ১৪১৬/১৭ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাব ১৯ আগষ্ট ২০০৯ তারিখে মপবি(মন্ত্রিসেবা)/১২(১)/২০০৪/৬০৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৫) ০১ জুন ২০১০ তারিখ দিবাগত রাতে তেজগাঁও-এর বেগুনবাড়ির বিলের পাশে পাঁচতলা ভবন ধসে ২৫ জন নিহত এবং ১৪ জন আহতের ঘটনা এবং ০৩ জুন ২০১০ তারিখ দিবাগত রাতে রাজধানীর পুরান ঢাকার নবাব কাটরার নিমতলীতে স্মরণকালের ভয়াবহতম অগ্নিকান্ডে ১১৮ জন নিহত এবং দেড় শতাধিক ব্যক্তি আহতের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোক পালনের জন্য ০৪ জুন, ২০১০ তারিখ ০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০৪.২০১০-৭৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয় এবং মন্ত্রিসভার ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭/০৭ জুন ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়, যা ১৫ জুন ২০১০ তারিখের ০৪.৪২১.০৬২.০১.০০. ০২২.২০১০.৮৯৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৬) ছয় দফা দাবী আদায়ের আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মন্ত্রিসভার ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭/০৭ জুন ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রস্তাব গত ১৫ জুন ২০১০ তারিখের ০৪.৪২১.০৬২. ০১.০০.০২২.২০১০.৮৯৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৭) গত ১৪ জুন ২০১০ তারিখ দিবাগত রাতে এবং ১৫ জুন ভোরে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ, উখিয়া ও হোয়াইক্যং এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়িতে পাহাড়ি ঢলে পাহাড় ধসে অসংখ্য ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ৬ জন সেনা সদস্যসহ ৫৫ জনের প্রাণহানির ঘটনায় মন্ত্রিসভার ০৩ আষাঢ় ১৪১৭বঙ্গাব্দ/১৭ জুন ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাব গত ২৪ জুন ২০১০ তারিখের ০৪.৪২১.০৬২.০১.০০. ০২২.২০১০.৯০৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৮) পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ০৫ মাঘ, ১৪১৬/১৮ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাব ১৮ জানুয়ারি ২০১০ তারিখের মপবি(মন্ত্রিসেবা)/ ১২(১)/২০০৪/৭৬৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৯) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business এর Rule 3B(i) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ড. গওহর রিজভীকে গত ০৯ জুলাই ২০০৯ তারিখে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর

উপদেষ্টা নিয়োগ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business এর Rule 3B(ii) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ড. গওহর রিজভীকে একই তারিখে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ সংক্রান্ত মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৭(২)/২০০৯/৫৭২ ও মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৭(২)/২০০৯/৫৭৩ নম্বর প্রজ্ঞাপন ০৯ জুলাই ২০০৯ তারিখে জারি করা হয়।

(২০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ৩১ জুলাই ২০০৯ তারিখে জনাব শাজাহান খান-কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী এবং জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, জনাব মজিবুর রহমান ফকির, জনাব প্রমোদ মানকিন, বেগম শিরীন শারমিন চৌধুরী ও জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান-কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োগ প্রদান করেন। এ সংক্রান্ত মপবি(মন্ত্রিসেবা)৭(২)/২০০৯/৫৮২ নম্বর প্রজ্ঞাপন ৩১ জুলাই ২০০৯ তারিখে জারি করা হয় এবং নবনিযুক্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রিগণের শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

(২১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business এর rule 3(iv) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত ৩১ জুলাই ২০০৯ তারিখে ০২(দুই) জন মন্ত্রী ও ০৮ (আট) জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে দপ্তর বন্টন/পুনঃবন্টন করেন। দপ্তরপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীগণ হচ্ছেন- ডা. মোঃ আফসারুল আমিন (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) ও জনাব শাজাহান খান (নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়) এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীগণ হচ্ছেন- এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান (ভূমি মন্ত্রণালয়), ড. হাছান মাহমুদ (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়), এডভোকেট শামসুল হক টুকু (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক (বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়), জনাব মজিবুর রহমান ফকির (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়), জনাব প্রমোদ মানকিন (সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়), বেগম শিরীন শারমিন চৌধুরী (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়) ও জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়)। এ সংক্রান্ত মপবি (মন্ত্রিসেবা)/৭(২)/২০০৯/৫৯১ নম্বর প্রজ্ঞাপন ৩১ জুলাই ২০০৯ তারিখে জারি করা হয়।

(২২) সরকার প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব ড. এস এ সামাদকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান প্রদান করে। এ সংক্রান্ত মপবি(মন্ত্রিসেবা)/১১(২)/২০০৯/৬১০ নম্বর প্রজ্ঞাপন ২৩ আগষ্ট ২০০৯ তারিখে জারি করা হয়।

(২৩) সরকার তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব এম আজিজুর রহমানকে প্রধান তথ্য কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতাদি এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এ সংক্রান্ত মপবি(মন্ত্রিসেবা)/১১(১)/২০০৯/৬২০ নম্বর প্রজ্ঞাপন ২৬-০৮-২০০৯ তারিখে জারি করা হয়।

(২৪) সরকার ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার জনাব আহমদ তারিক করিমকে হাইকমিশনার পদে নিযুক্ত থাকাকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এ সংক্রান্ত মপবি(মন্ত্রিসেবা)/১১(১)/২০০৯/৬৭৬ নম্বর প্রজ্ঞাপন ২২ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে জারি করা হয়।

(২৫) সরকার যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব আকরামুল কাদেরকে রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত থাকাকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এ সংক্রান্ত মপবি(মন্ত্রিসেবা)/১১(১)/২০০৯/৬৭৭ নম্বর প্রজ্ঞাপন ২২ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে জারি করা হয়।

(২৬) সরকার যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. এম. সাইদুর রহমান খানকে হাইকমিশনার পদে নিযুক্ত থাকাকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এ সংক্রান্ত মপবি(মন্ত্রিসেবা)/১১(১)/২০০৯/৬৭৮ নম্বর প্রজ্ঞাপন ২২ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে জারি করা হয়।

(২৭) সরকার অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদানপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর এম্বাসেডর-এট-লার্জ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। এ সংক্রান্ত মপবি(মন্ত্রিসেবা)/ ১১(১)/২০০৯/৭১৪ নম্বর প্রজ্ঞাপন ২২ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে জারি করা হয়।

(২৮) সরকার তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির-কে প্রধান তথ্য কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতাদি এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এ সংক্রান্ত ০৪.৪২১.০৪১.০০.০১.০০৯.২০১০.৮৭০ নম্বর প্রজ্ঞাপন ০৯ মে ২০১০ তারিখে জারি করা হয়।

(২৯) মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান গত ৯ পৌষ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে বঙ্গভবনে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি জনাব মোঃ তাফাজ্জাল ইসলাম-কে এবং ২৬ মাঘ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি জনাব মোঃ ফজলুল করিম-কে শপথ বাক্য পাঠ করান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বাংলাদেশের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতিগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

(৩০) মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সহায়তায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

(৩১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-৫৯১৬/০৮ এর ১৪.০৫.০৯ তারিখের রায়ের নির্দেশনার আলোকে মহিলাদের প্রতি যৌন নিপীড়নের বিষয়ে অভিযোগ গঠনের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ে সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৮/০৪/২০১০ তারিখে জারী করা হয়েছে।

(৩২) বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসের কর্মসূচিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাগণের উপস্থিত থাকার বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, সকল বিভাগীয় কমিশনার, সকল জেলা প্রশাসক ও সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর ০৫/০৫/২০১০ তারিখে পরিপত্র জারী করা হয়েছে।

(৩৩) উপজেলা চেয়ারম্যানগণকে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তকরণ বিষয়ে ০৮/০৪/২০১০ তারিখে পরিপত্র জারী করা হয়।

(৩৪) গাজীপুর জেলাকে 'বিশেষ ক্যাটাগরী' জেলায় উন্নীতকরণ বিষয়ে ১৬/০৩/২০১০ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।

(৩৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের উপজেলা পরিদর্শনের প্রতিবেদনের বর্ণিত সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে অনুরোধ করা হয়েছে।

(৩৬) প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে পরিচালিত ১৪,৭৯৮টি ভ্রাম্যমান আদালতের আওতায় ৫০,৬৬২টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১১,৬৮,৩০,৪৩৩/- (এগার কোটি আটষট্টি লক্ষ ত্রিশ হাজার চারশত তেত্রিশ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

(৩৭) দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর খসড়া মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন লাভের পর উক্ত আইন এর খসড়া ভেটিং এর জন্য গত ১০-০৫-২০১০ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩৮) জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা অনুযায়ী ও স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে ২০১০ সালে ১০ জন সুধী ও ০১টি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(৩৯) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দেশের ৬টি বিভাগ ও ৬৪টি জেলায় Video Conferencing System চালুকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিটিসিএল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা সদরের সাথে Fiber Optic Link ইতোমধ্যে স্থাপন করেছে। এ Fiber Optic Link সারাদেশে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠাসহ মন্ত্রণালয়ের সাথে জেলা সদরে অবস্থিত অন্যান্য অফিসসমূহের তথ্য আদান প্রদানেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এর ফলে সরকারি দপ্তরসমূহের সাথে জনগণের যোগাযোগ সম্পাদন সহজ হবে।

(৪০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2I) কর্মসূচির সহায়তায় সারা দেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে বাংলা ইউনিকোড ব্যবহার শুরু করার বিষয়ে জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৮ এপ্রিল ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে A2I কর্মসূচির সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ৫০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ০৭টি অধিদপ্তরের মোট ২৫৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ইউনিকোড বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি অফিসসমূহে UNICODE ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে উক্ত কার্যক্রমের রিসোর্স পার্সন তৈরি করার নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2I) কর্মসূচির সহায়তায় তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে জনগণের চাহিদা নিরূপণের জন্য ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র এবং উপজেলা ওয়ান স্টপ সার্ভিস ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণ কি ধরনের তথ্য ও সেবা পেতে চায়, এবং উপজেলা পর্যায় থেকে কিভাবে সেবা ও তথ্যসমূহ জনগণকে সরবরাহ করা যায় তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সরকারের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ ১০টি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায় থেকে ঊর্ধ্বতন সকল স্তরের কর্মকর্তাসহ নাগরিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬টি মন্ত্রণালয়ের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা হবে।

(৪২) দেশের সকল জেলায় ডিজিটাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলার জেলা তথ্য বাতায়ন (District Web Portal) প্রস্তুত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। জেলা তথ্য বাতায়ন কার্যক্রমে প্রণোদনা আনয়নের লক্ষ্যে 'শ্রেষ্ঠ জেলা তথ্য বাতায়ন নির্বাচনী কমিটি' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি মূল্যায়ন টীম গঠন করে। উক্ত ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩টি জেলার তথ্য বাতায়নকে শ্রেষ্ঠ জেলা তথ্য বাতায়ন নির্বাচন করা হয়েছে। জেলাগুলো হলো ময়মনসিংহ, ঝালকাঠী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া। উক্ত ৩টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বিদেশ সফরে তাঁর সফরসঙ্গী হবেন।

(৪৩) দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে One Stop Service চালুর লক্ষ্যে যশোর জেলায় পাইলট প্রকল্পের আওতায় এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় ওয়ান-স্টপ সার্ভিস ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং পর্যায়ক্রমে ৬৪টি জেলায় তা বাস্তবায়ন এবং এ জন্য জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনে LAN স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ICT সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর ফলে জনগণকে তথ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

(৪৪) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'সাপোর্টিং দ্য গুড গভর্ন্যান্স প্রোগ্রাম' প্রকল্পের আওতায় নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় Grievances Redressing System গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এজন্য উক্ত প্রকল্পে একজন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।

৪৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ''Support to ICT Taskforce Program (SICT)'' শীর্ষক প্রকল্পের সহায়তায় ৩৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সচিবালয় Network Backbone স্থাপন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সচিবালয় নেটওয়ার্ক ব্যাকবোনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সচিবালয় নেটওয়ার্ক ব্যাকবোনের সাথে সংযুক্ত করার কাজ চলছে।

৬.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলিঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ই-গভর্ণেন্স কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ট্রাবলশুটিং, ওয়েব ডিজাইন ইত্যাদি বিষয়ের উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কম্পিউটার ল্যাবে ৩০ মে ২০১০ থেকে ২৪ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে মোট ৪৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০২ জন অতিরিক্ত সচিব, ০৪ জন যুগ্মসচিব, ১৪ জন উপসচিব, ১৯ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ০১ জন সহকারী সচিব, ০১ জন প্রোগ্রামার, ০১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ০১ জন কনফিডেন্সিয়াল অফিসার ও ০১ জন সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর রয়েছেন।

(২) প্রতিবেদনাধীন বছরে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরণের ২০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ৭৬জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং ১৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৮৪জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। ০৬ জন কর্মকর্তা বিদেশ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

(৩) প্রতিবেদনাধীন বছরে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ সংক্রান্ত সর্বমোট ৯০৩টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং পত্রগুলো যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ নামে একটি অনুবিভাগ গঠন করা হয়েছে। ২৩ জনবলবিশিষ্ট উক্ত অনুবিভাগ ০১ জানুয়ারি ২০১০ তারিখ হতে কার্যক্রম শুরু করেছে।

পরিশিষ্ট-১

২০০৯-১০ অর্থ বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ক্রমিক নাম (পরিচিতি নম্বর)

১. জনাব এম আবদুল আজিজ এনডিসি (১৩০৭)

অতিরিক্ত সচিব

১. জনাব তারিক-উল-ইসলাম (১৫৬৯)
২. খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম (১২২৯)

যুগ্মসচিব

১. খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম (১২২৯)
৩. জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান (১৬০৬)
৪. জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান (১৬১৪)
৫. জনাব মোঃ মশিউর রহমান (৩১৫৮)
৬. জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন (৩৪১৮)
৭. জনাব ইসতিয়াক আহমদ (৩৪৯৫)
৮. জনাব মোঃ আতোয়ার রহমান(৩৫২৬)
৯. জনাব মোঃ নূরুল করিম (৭২৫৯)
১০. জনাব এন এম জিয়াউল আলম (৩৩৯৪)

উপসচিব

১. জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন (৩৪১৮)
২. জনাব ইসতিয়াক আহমদ (৩৪৯৫)
৩. জনাব মোঃ আতোয়ার রহমান (৩৫২৬)
৪. জনাব মোঃ নূরুল করিম (৭২৫৯)

৫. জনাব আহসান শারফুন নূর (৭২০৬)
৬. জনাব আনিছ আহমদ (৪৭৪৩)
৭. মীর মোশাররফ হোসেন (৪৮০১)
৮. জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (৫৩০৮)
৯. বেগম লুৎফুন নাহার বেগম (৫৪০৫)
১০. বেগম মালিহা নার্গিস (৫৪১৮)
১১. জনাব মোঃ নূর-উর-রহমান (৫২১১)
১২. জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (৫২৩০)
১৩. মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম (৪০৭৪)
১৪. বেগম সালমা মমতাজ (৫৪৯৬)
১৫. বেগম মাহফুজা আখতার (৪২৪৫)
১৬. শামস্-ই-আরা বিনতে হুদা (৫৪১৪)
১৭. কাজী এ কে এম মহিউল ইসলাম (৪০৪৮)
১৮. জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী (৪৫০৮)
১৯. জনাব মোঃ কায়সারুল ইসলাম (৩৪৫৫)
২০. জনাব মোঃ সাঈদ নূর আলম (৫২৯৩)
২১. জনাব মোঃ মশিউর রহমান (৫২১৯)
২২. ডাঃ মোঃ সাজেদুল হাসান (৭৪৮৭)
২৩. জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান (৪৭১৯)
২৪. জনাব মোঃ আবদুস সামাদ (৬৯৫১)
২৫. বেগম সাবিহা পারভীন (৫৬৩২)
২৬. জনাব প্রশান্ত কুমার রায় (৩৫২৪)

সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী সচিব/ সহকারী প্রধান

১. জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর (৪০২৮)
২. বেগম মাহফুজা আখতার (৪২৪৫)
৩. বেগম সালমা মমতাজ (৫৪৯৬)
৪. বেগম নীলিমা আখতার (৫৬৫৩)
৫. জনাব মোঃ সাইফুল্লাহ পান্না (৫৭৩৬)
৬. জনাব মোঃ শাহ আলম(৫৭৫২)
৭. বেগম নুসরাত জাবীন বানু (৫৮৯১)

৮. ড. নাসিম আহমদ (৫৯০৫)
৯. জনাব মোঃ মেহেদী হাসান (৫৯৭০)
১০. জনাব মোঃ আলী হোসেন (৫৯২৬)
১১. বেগম লিপিকা ভদ্র (৬০২৫)
১২. জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের (৬১১৪)
১৩. বেগম ফাতেমা রহিম ভীনা (৬২৭১)
১৪. বেগম ইয়াসমিন বেগম (৬৫৪০)
১৫. বেগম সুরাইয়া আখতার জাহান (৬৫০৭)
১৬. সৈয়দা ফারহানা নূর চৌধুরী (৬৮০৮)
১৭. বেগম তাহমিনা ইয়াসমিন (৬৮১৩)
১৮. জনাব মোঃ ফরহাদ সিদ্দিক (০৩২০)
১৯. জনাব মোঃ ওসমান গনি (১৫০৮১)
২০. কাজী নিশাত রসুল (১৫৩২৫)
২১. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (৬৫০১)
২২. জনাব মোহাম্মাদ আশরাফুল আলম (১৫৭৯৫)
২৩. জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান (৬৫২৬)
২৪. বেগম মনিরা বেগম (৬৬৩৪)
২৫. জনাব মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক (৫৬৭৬)
২৬. জনাব আবেদা আক্তার (৫৭৯৩)
২৭. জনাব শাববীর হোসেন (৫৭৪৩)
২৮. জনাব মোঃ আল্ আমিন সরকার (০৩৯৪)

প্রোগ্রামারঃ

১. জনাব সালাহউদ্দিন সরকার

হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাঃ

১. সৈয়দ ছায়েদুল ইসলাম (মুক্তিযোদ্ধা)
২. জনাব মোঃ আব্দুর রহমান

কনফিডেন্সিয়াল অফিসারঃ

১. জনাব মোঃ মজিবুল হক, কনফিডেন্সিয়াল অফিসার